১২.৮ নেতিবাচক ও ইতিবাচক স্বাধীনতার ধারণা
Negative and Positive Concept of Freedom

অথবা, স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসাইয়া বার্লিন
Isaiah M. Berlin on Liberty

নেতিবাচক এবং ইতিবাচক স্বাধীনতার ধারণাটিকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে দার্শনিক, তিনি হলেন ইসাইয়া বার্লিন (Isaiah Berlin)। তিনি তাঁর *Two Concepts of Liberty* (1958) গ্রন্থে নেতিবাচক ও ইতিবাচক স্বাধীনতা সম্পর্কে এক যুগান্তকারী বক্তব্য রাখেন।

ইসাইয়া বার্লিন (১৯০৯,১৯৯৭) রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ব্রিটেনে এসে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন বিশ শতকের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দার্শনিক। জীবনের প্রথম দিকটা তাঁর কাটে এক সর্বগ্রাসী (Totalitarian) রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে। ১৯৫৭ সালে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন এবং উদারনীতিবাদের এক নয়া প্রবক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। জন স্টুয়ার্ট মিলের পর আর কেউ তাঁর মতো স্বাধীনতা সম্পর্কে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেননি। স্বাধীনতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ইতিবাচক ও নেতিবাচক স্বাধীনতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রাখেন ("His account of positive and negative freedom has remained an indispensable reference point for thought about freedom."– Henry Hardy, 1969)।

বার্লিনের মতে, স্বাধীনতা হল অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার হস্তক্ষেপ ছাড়া ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামতো কাজ করার ক্ষমতা অর্থাৎ অন্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার সুযোগই হল স্বাধীনতা

("I am said to be free to the degree to which no man or body of men interfere with my activity. Liberty in this sense is simply the area within which man can act unobstructed by others.")। সুতরাং বার্লিনের মতে কোনোরূপ বাধাবিপত্তির অনুপস্থিতিই হল স্বাধীনতা। সেই জন্য কেউ কেউ বলেন বার্লিন স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন নেতিবাচক স্বাধীনতাকে।

স্বাধীনতা সম্পর্কিত ইতিবাচক ধারণাটির সঙ্গে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাটি জড়িত যা প্রথমে ইংল্যান্ডে এবং পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিবাচক স্বাধীনতার ধারণায় নিয়ন্ত্রণ ও বাধার উৎসটি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে স্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বার্লিন ইতিবাচক স্বাধীনতাকে স্ব-প্রভুত্ব (Self-mastery) অথবা স্বশাসন (Self-government) বলে চিহ্নিত করেছেন। বার্লিনের মতে, উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার অর্থ বাধানিষেধের অনুপস্থিতি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এক ধরনের নেতিবাচক স্বাধীনতা। রাষ্ট্র ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে তখন, যখন সে অন্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে। অপরপক্ষে ইতিবাচক স্বাধীনতা নিহিত থাকে ব্যক্তির ইচ্ছা বা যোগ্যতার মধ্যে, যেখানে রাষ্ট্রের কোনো এক্তিয়ার নেই। যদি কোনো ব্যক্তি ইগলের মতো উড়তে না পারে বা সে মাছের মতো সাঁতার কাটতে না পারে তাহলে বলা যাবে না যে সে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। কারণ নিজের ইচ্ছাপূরণ করার যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিষয়টি ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, এখানে রাষ্ট্রের কিছু করার নেই। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব থাকে না। এইভাবে দেখলে সমাজের মধ্যে অসাম্যের বিষয়ে কারও প্রশ্ন থাকার কথা নয়, কারণ মানুষের যোগ্যতার ক্ষেত্রেই অসাম্য রয়েছে। অনুরূপভাবে, যদি কোনো মানুষ এত গরিব হয় যে সে একখণ্ড রুটিও জোগাড় করতে পারে না, অথবা সারা পৃথিবী ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারে না, অথবা কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে না, সেক্ষেত্রে সে অভিযোগ করতে পারে না যে সে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিজের ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করার সামর্থ্য বা অসামর্থ্যের বিষয়টি ব্যক্তির নিজের; রাষ্ট্র এব্যাপারে কিছু করতে পারে না। এইভাবে বার্লিন দেখিয়েছেন, মানুষের সামর্থ্য-অসামর্থ্যের বিষয়টি একান্তভাবেই ব্যক্তির নিজের, রাষ্ট্রের এব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই। এদিক থেকে বিচার করলে সমাজের মধ্যে অবস্থিত সামাজিক অসাম্যকে কোনোভাবেই স্বাধীনতার দিক থেকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

বার্লিন ইতিবাচক স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করেছেন— (1) নৈতিক ক্ষেত্র (moral sphere) এবং (2) বস্তুগত ক্ষেত্র (material sphere)। নৈতিক ক্ষেত্রে কোনো মানুষ স্বাধীন হয় তখন যখন তার নীচ প্রবৃত্তি উচ্চতর আদর্শ বা সত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের অভাব ঘটলে নৈতিক ক্ষেত্রে একটি মানুষ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। ব্যক্তির নৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কিছু করার নেই।

কিন্তু আমরা যখন বস্তুগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এসে যাই, আমরা দেখি একজনের স্বাধীনতা বিভিন্ন কারণে বিঘ্নিত হতে পারে। এখানে বার্লিন দুটি অযোগ্যতার কথা বলেছেন। একটি স্বাভাবিক অযোগ্যতা এবং অপরটি হল সামাজিক ব্যবস্থা হেতু অযোগ্যতা। একটি মানুষ ইগলের মতো উড়তে বা মাছের মতো সাঁতার কাটতে অক্ষম হতে পারে। আবার একটি মানুষ এত গরিব হতে পারে যে সে তার খাবারের জন্য এক টুকরো রুটির ব্যবস্থা করতেও অক্ষম হতে পারে। এই দুই অক্ষমতা এক বা অভিন্ন নয়। প্রথম ক্ষেত্রে অক্ষমতাটি হল স্বাভাবিক অক্ষমতা যা পরিবর্তনযোগ্য নয়। এখানে কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। রাজনৈতিক ক্রিয়া বণ্টনের মাধ্যমে এই ধরনের অক্ষমতাকে দূর করা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অক্ষমতাটি হল সামাজিক ব্যবস্থার ফল এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য। এই ধরনের অক্ষমতাকে অপসারণের জন্য পৃথিবীতে অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, এমনকি বিপ্লবও ঘটে গেছে। সমাজের অসংখ্য মানুষ গরিব, নিরক্ষর এবং পশ্চাৎপদ—এটার জন্য তাদের নিজেদের ব্যর্থতা বা অক্ষমতা দায়ী নয়, এর জন্য দায়ী হল সামাজিক অন্যায় বা অবিচার। এই অসম অবস্থার জন্য দায়ী অন্য ব্যক্তির বলপ্রয়োগ বা জোরজুলুম ('coercion by other individual'), যেখানে বার্লিনের মতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ন্যায্য (justified)। একটু

গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মুলে রয়েছে কিছু শ্রেণির মানুষের লোভ এবং অত্যাচার। বার্লিন এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সমর্থন করেছেন।

নেতিবাচক স্বাধীনতা এবং ইতিবাচক স্বাধীনতার মধ্যে যুক্তিসংগত পার্থক্যের বিষয়টি বার্লিন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর মতে, নেতিবাচক স্বাধীনতা হল বাধা-নিষেধের অনুপস্থিতি, অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যক্তির সেইসব ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করবে না যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। অপরপক্ষে, তিনি বলেছেন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন ব্যক্তি তার সুখ ও কল্যাণ বৃদ্ধিতে অক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে, যাতে ব্যক্তি তার অক্ষমতাকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। একেই বার্লিন বলেছেন ইতিবাচক স্বাধীনতা।

এই পার্থক্যের মধ্য দিয়ে বার্লিন এককথায় বলতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তি তার দুঃখ-দুর্দশার জন্য আন্দোলন বা বিক্ষোভ দেখাতে পারে তখনই, যখন তা সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে জাত ব্যক্তিগত অক্ষমতাহেতু সৃষ্টি হয়। কেউ যদি ইগলের মতো উড়তে বা মাছের মতো সাঁতার কাটতে অক্ষম হয় তাহলে সে এটিকে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু করতে পারে না, কারণ এই ধরনের অক্ষমতা সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভব হয় না। বস্তুত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলেও এই ধরনের অক্ষমতাকে কাটিয়ে তোলা যায় না। কিন্তু যদি একজন চাকরি না পায় অথবা উপযুক্ত মজুরি না পায় অথবা শিক্ষার সুযোগ না পায়, সেখানে এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সে দাবি করতে পারে। কারণ বিশেষ ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক নীতি থেকেই এই সমস্যার উৎপত্তি। অথবা, ধরা যাক কিছু মানুষ ফর্সা হয়ে জন্মেছে, আবার কিছু মানুষ কালো হয়ে। এর জন্য নিঃসন্দেহে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা দায়ী নয়, এটা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। এর জন্য মানুষ রাজনৈতিক স্তরে অভিযোগ জানাতে পারে না, কারণ তারা জানে এই পরিস্থিতি পরিবর্তনযোগ্য নয়। কিন্তু সমাজে যদি সাদা-কালো মানুষের জন্য তারতম্য করা হয় এবং কালো মানুষগুলিকে এমন কিছু থেকে বঞ্চিত করা হয় যা সাদা মানুষগুলিকে দেওয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে কালো মানুষগুলির অভিযোগ পুরোপুরি ন্যায্য এবং এই সামাজিক অন্যায়-অবিচার সংশোধনযোগ্য। সংক্ষেপে বার্লিনের মতে, ইতিবাচক স্বাধীনতা হল আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য বাধাহীনভাবে চেষ্টা করতে পারে।

বার্লিনের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না তার বহুত্ববাদের (Pluralism) মূল্য এবং একত্ববাদের (Monism) সমালোচনা সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করা হয়। একত্ববাদ এই ধারণায় বিশ্বাসী যে ঐক্যবদ্ধ সর্বজনীন মূল্যবোধ কোনো বিমূর্ত জিনিস নয়, এটা বাস্তবে সম্ভব। কিন্তু তিনি এটাও লক্ষ করেছেন, জগতে অসংখ্য মূল্যবোধ রয়েছে এবং এগুলি এতই পরস্পর-বিরোধী যে এগুলিকে কখনোই ঐক্যবদ্ধ (harmonise) করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত মূল্যবোধগুলির মধ্যে কোন্‌টা বেশি বা কোন্‌টা কম গ্রহণযোগ্য সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু একত্ববাদের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়। বার্লিনের মতে, সুখী তারাই যারা তাদের পছন্দের বিষয়গুলিকে বাছাই করার ব্যাপারে স্বাধীন, যারা তাদের পছন্দের নেতাকে মান্য করতে পারে ইচ্ছামতো, যারা তাদের করণীয়-কর্তব্য স্বাধীনভাবে স্থির করতে পারে। অন্যদিকে একত্ববাদ মানুষকে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন (Myopic) করে তোলে, কারণ একত্ববাদে সকল মানুষকে একই পথে আনবার চেষ্টা করা হয় এবং একই মতকে সর্বজনীন বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়। তাদের বুঝতে দেওয়া হয় না, কী তারা হারাচ্ছে, কোথায় তাদের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মানুষের মধ্যে মানবিকতার প্রসার হয় স্বাধীনতার সুবাদে। বার্লিন একত্ববাদকে বাতিল করেছেন এই যুক্তিতে যে, এখানে মানুষ স্বাধীন নয়। মানুষ যে মুক্ত প্রাণী (men as free agents) এটাই একত্ববাদে স্বীকার করা হয় না। একত্ববাদে মানুষকে কতকগুলি নির্দিষ্ট মূল্যবোধে বিশ্বাসী করা হয়। এইভাবে কতকগুলি নির্দিষ্ট মূল্যবোধে মানুষকে আটকে রাখা স্বাধীনতা-হীনতার নামান্তর। এর মানে এই নয় যে বার্লিন সীমাহীন মূল্যবোধের কথা

বলছেন। বহুত্ববাদ সীমাহীন মূল্যবোধের কথা বলে না। মানুষের ক্ষমতা ও চরিত্র যেহেতু সসীম, সুতরাং তার পছন্দও সসীম। বার্লিনের মতে, স্বাধীনতার মর্মবস্তু হল নিজের পছন্দ অনুযায়ী কোনো কিছু করা বা না করার সামর্থ্য; আমরা সব সময়ই চাই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, অন্যের দ্বারা বশীভূত না হয়ে বা অন্যের জোর-জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণ না করে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে এবং আমার নিজের বিশ্বাসে অটল থাকতে। এটাই হল প্রকৃত স্বাধীনতা (“The essence of liberty has always lain in the ability to choose as you wish to choose, uncoerced, unbullied, not swallowed up in some vast system; and ... to stand up for your convictions merely because they are your convictions. That is true freedom ...”—Berlin। ১৯৬৯ সালে তাঁর *Four Essays*-এ বার্লিন বলেন, ‘চূড়ান্ত মূল্যবোধের বাছাই’-এর মাধ্যমে একটা মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে (“...what makes men human is choosing between ultimate values.”)। তিনি আরও বলেন, নিজের মূল্যবোধকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে পছন্দ করাই হল প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার অ-বিচ্ছিন্ন উপাদান (“Those who have ever liberty for its own sake, believed that to be free to choose, and not to be chosen for, is the inalienable ingredient in what makes human beings human.)। সুতরাং বাছাই করার স্বাধীনতাই হল প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথ।

এই পছন্দের স্বাধীনতা এবং মূল্যবোধের বহুত্ববাদ— এই দুটি ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। মূল্যবোধগুলি কি অসীম (infinite)? একজন লোক যা যা পছন্দ করে তার সবগুলিই কি বার্লিনের কাছে গ্রহণযোগ্য? অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা কি বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে না? এইসব প্রশ্ন বার্লিনের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণাকে সমস্যাসংকুল করে তোলে। কিন্তু বার্লিনের ‘সাধারণ মনুষ্য চিন্তার সীমা’ (‘Common human horizon’) ধারণাটি এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন, কিছু ‘সাধারণ মনুষ্য চিন্তার সীমা’ আছে যেগুলি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, আর কিছু আছে যেগুলিকে মেনে নেওয়া যায় না। যারা বিশ্বাসঘাতক, যারা তাদের সন্তানদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে— তাদের এই কাজ কোনো মানুষের কাছে সমর্থনযোগ্য নয়—আমরা এইসব মানুষদের বলি নীতিবোধহীন গর্দভ (moral idiots)।